সভ্যতা-জেন্ডার-প্রগতি

আফসানা কিশোয়ার

মানবতাবাদী বললে মানুষের গায়ে লাগে না, আমাদের দেশে 'নারীবাদী' একটি যুতসই গালি। নারী ও প্রগতি বিষয়ে লেখাটা আরো খেলো বিষয়। যাদের নিয়ে লেখা তারা এগুলো পড়ার মতো সুযোগপ্রাপ্তের তালিকায় নেই। অকিঞ্চিৎকর, যেমন তেমনভাবে বেঁচে থাকাই এদের নিয়তি। নিজের জীবন অভিজ্ঞতা দিয়ে জানি, নারীদের আসলে কিছুই হবার নেই। কলম চালানো নিজের শক্তি ও সময়ের এক ব্যাপ্ত অপচয় ভিন্ন আর কিছু নয়।

বেশ কিছুদিন আগে এক মেয়ের সংস্পর্শে আসি। অবশ্যই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর। প্রায়ই বলে, সে খুব দুঃখী। আমি ভাবি, হাজব্যান্ড হয়ত আরেকটা বিয়ে করে ছেলেমেয়েদের তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, সেজন্য বোধহয় সে খুব দুঃখী। তেমন পাত্তা দেই না। একদিন মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনে রীতিমতো শিউরে উঠি।

মেয়েটির বিয়ে হয়েছে বারো বছর। তার মেয়ের বয়স নয়, ছেলের বয়স সাত। প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সময় বাচ্চা ডেলিভারিতে বেশ সময় লাগে। সহজে ডেলিভারি না হওয়ায় গঞ্জ থেকে ডাক্তার এনে স্যালাইন দেয়া হয়। লেবার পেইন ওঠার আট ঘণ্টা পর ধাই টেনে হিঁচড়ে বাচ্চা বের করে। বাচ্চা হবার পর থেকে তার ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব পড়া শুরু হয়। এ অবস্থায়ও তার স্বামীসঙ্গম কোনোরকমে চলে। সে দ্বিতীয়বারের মতো গর্ভধারণ করে। দ্বিতীয় বাচ্চা জন্মের সময় বারো ঘণ্টা লাগে। ধাই সবকিছু ছিঁড়ে টেনে বাচ্চা প্রসব করায়। বাচ্চা হওয়াই সার। এরপর থেকে সে আর প্রস্রাব ধরে রাখতে পারে না। স্বামীসঙ্গমের তো প্রশ্নই ওঠে না। তার মাসিকের রাস্তায় স্টুল চলে আসে। এ অবস্থায় তার স্থান হয় গোয়াল ঘরে। ছেলেটা একটু বড়ো হওয়া পর্যন্ত স্বামী অপেক্ষা করে। পরে মেয়েটাকে মেরে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। কাজে কাজেই পুরুষ মানুষের দেখভালের জন্যে দ্বিতীয় বিয়ে করা একটুও আটকায় না। তালাক তাদের শ্রেণিতে ডালভাতও নয়, পান্তাভাত।

মেয়েটার রেক্টো ভ্যাজাইনাল ফিস্টুলা হয়েছে, যেখানে প্রলম্বিত প্রসবের কারণে, অনভিজ্ঞ ধাইয়ের টানা হেঁচড়ায় ইউরিন ও স্টুলের রাস্তা এক হয়ে গেছে। সময়মতো, মানে প্রথম প্রসবের সময়ই চিকিৎসা না পাওয়ায় তার গ্যাপের আকার বিরাট।

মেয়েটাকে নিয়ে ডাক্তার থেকে ডাক্তারের কাছে ঘুরতে থাকি। কেউ এ রিস্ক নিতে চান না। তার পুরোপুরি সেরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার ব্যাপারে কেউই নিশ্চিত হতে পারেন না। ডাক্তার বন্ধুরা অনেক চেষ্টা করেন কিন্তু সফল হতে পারেন না। পরে একজন আশ্বাস দেন, তিনি মেয়েদের ফিস্টুলার বিশেষজ্ঞ। তিনি চিকিৎসা করবেন। ডাক্তার দুঃখ করে বলেন, সরকারি হাসপাতালে পাঁচ হাজার থেকে সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকায় প্রথম প্রসবের পর চিকিৎসা করালে মেয়েটি এমন দুঃসহ জীবনের মুখোমুখি হতো না।

আমরা কীসের প্রগতি, কাদের অধিকার নিয়ে আসলে কলম চালাই? এদেশে এখন পর্যন্ত সন্তান জন্মদান সবচাইতে অবহেলার একটি বিষয়। আমরা বড়ো বড়ো হাসপাতালে প্যাকেজে বাচ্চা প্রসব করি। আমাদের জেন্ডারের মানুষরা বারো ঘণ্টা ধাইয়ের হাতে জীবন ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে, চিকিৎসা বলতে কপালে জুটে একটি স্যালাইন।

তাই প্রগতির কথায় আমি মনে মনে অট্টহাস্য করি।

৬৮,০০০ গ্রামে আটষট্টি হাজার ধাই বানানোর সুযোগ সরকারি-বেসরকারি কোনো পর্যায়েই আমাদের হয় নি; কারণ ষোলো বছর বিয়ের বয়স করা লাভজনক হলেও ধাই তৈরি করা লাভজনক নয়।

এরকম অসংখ্য ছোটখাটো উদাহরণ আমাদের কাছে আছে। তাই জেন্ডার-প্রগতি-অধিকার ইত্যাদিকে খুব হালকা বুলি বলে মনে হয়।

পেশাদারিত্ব শব্দটা আমরা প্রায়ই ব্যবহার করে থাকি। সেদিন এক বান্ধবীর সাথে পেশাদার 'আই কন্টাক্ট'-এর কথা হচ্ছিল। অধিকাংশ পুং জনগোষ্ঠী (সে ভালো কিংবা মন্দ এমন বিচারের বাইরে) জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে কোনো নারীর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না। কথা বলে বুক-পেট এমন সব অঙ্গের দিকে তাকিয়ে। এটা কি পেশাদারিত্বের অভাব, না কি আজন্ম লালিত বেড়ে ওঠা অভ্যাস? আমি হাসতে হাসতে বলি যে, ওরা ওদের ব্যথা দেখে দোস্ত! তোর আমার কী?

আমার বন্ধু উত্তর দেয়, দোস্ত, তুই বা আমি তো পুরুষ সহকর্মীদের বা অন্য কোনো ছেলের প্যান্টের জিপারের দিকে তাকিয়ে কথা বলি না।

আমি বোম ভোলানাথ হয়ে বসে থাকি।

আমাদের চিন্তা চেতনা সব ঢেকে যাচ্ছে ধর্মের দোহাই দিয়ে। আমাদের সভ্যতা এটিকেট সব মাপার পাল্লা পয়সা। বুক যদি বোরকা বা ওড়না দিয়ে ঢাকা থাকত, তাহলে তো আর ছেলেরা বুকে তাকাত না। হায়, তোমাদের প্যান্টের ওপরে ওড়না থাকে না, তবু কিন্তু আমরা ওদিকে তাকাই না। কারণটা লজ্জা নয়, সভ্যতা; নগ্ন পাগল হেঁটে গেলেও প্রকৃত মানুষ সেদিকে দৃষ্টি দেয় না। পারলে পাগলকে পোশাক পরায়, নতুবা দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেয়।

এটাই প্রকৃত মানুষের আচরণ অন্যের প্রতি, এখানে জেন্ডার প্রগতি অতিশয় গৌণ।

আফসানা কিশোয়ার লেখক। afsana.kishwar@gmail.com